

### ১) শব্দ গঠন প্রক্রিয়া:

এখানে আটটি শব্দ দেওয়া আছে, তার মধ্যে পাঁচটি শব্দের গঠন প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো:

**উল্লাস:** এটি একটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ। '√লস্' (দীপ্তি পাওয়া) ধাতুর পূর্বে 'উৎ' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'উল্লাস' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'উৎ' উপসর্গটি উৎকর্ষ, আধিক্য, উল্টো ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। এখানে 'উল্লাস' অর্থ আনন্দ, উল্লাসিত ভাব।

**মনমারি:** এটি একটি কর্মধারয় সমাস দ্বারা গঠিত শব্দ। 'মন' (উপমেয়) এবং 'মারি' (উপমান) এই দুটি বিশেষ্য পদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করে 'মনমারি' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে 'মারি' শব্দটি মনের পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

**উপকথা:** এটি একটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ। 'কথা' একটি মৌলিক শব্দ। এর পূর্বে 'উপ' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'উপকথা' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'উপ' উপসর্গটি ক্ষুদ্রতা, সাদৃশ্য, বা অপ্রধানতা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। এখানে 'উপকথা' অর্থ ছোট গল্প বা নীতিগর্ভ গল্প।

**মহোৎসব:** এটি একটি সন্ধিজাত শব্দ। 'মহা' + 'উৎসব' = 'মহোৎসব'। এখানে আ-কারের সাথে উ-কারের সন্ধিতে ও-কার হয়েছে (আ + উ = ও)। 'মহা' অর্থ বৃহৎ এবং 'উৎসব' অর্থ আনন্দ অনুষ্ঠান। সুতরাং, মহোৎসব শব্দের অর্থ বৃহৎ আনন্দ অনুষ্ঠান।

**সপ্তাহ:** এটি একটি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস দ্বারা গঠিত শব্দ। 'সাত' (সপ্ত) 'অহের' (দিনের) সমাহার - এই অর্থে 'সপ্তাহ' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে 'সপ্ত' এবং 'অহ' উভয় পদই বিশেষ্য এবং এদের কোনোটির অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে 'সাত দিনের সমষ্টি' এই তৃতীয় অর্থটি প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

অথবা,

১. কৃৎ প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য গঠন: ধাতুর (ক্রিয়ামূল) সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।

\* \*\*উদাহরণ:\*\* √গম্ (গমন করা) + অন = \*\*গমন\*\*

২. কৃৎ প্রত্যয় যোগে বিশেষণ গঠন: ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষণ পদ গঠিত হয়।

\* \*\*উদাহরণ:\*\* √লিখ্ (লেখা) + অক = \*\*লেখক\*\* (যিনি লেখেন, তাই এটি বিশেষণের মতো কাজ করে)

৩. তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য গঠন: শব্দের (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম) সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।

\* \*\*উদাহরণ:\*\* ঢাকা + আই = \*\*ঢাকাই\*\* (স্থানবাচক বিশেষ্য)

৪. তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে বিশেষণ গঠন: শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষণ পদ গঠিত হয়।

\* \*\*উদাহরণ:\*\* জল + ঈয় = \*\*জলীয়\*\* (জলের মতো গুণবাচক বিশেষণ)

৫. তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে ভাববাচক বিশেষ্য গঠন: শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কোনো ভাবের নাম বোঝায়।

\* \*\*উদাহরণ:\*\* বন্ধু + ত্ব = \*\*বন্ধুত্ব\*\* (বন্ধুর ভাব)

## ২. ঢীকা লেখ (যেকোনো দুইটি):

**পরাগত সমীভবন:** যখন দুটি ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে সমতা লাভ করে এবং এই পরিবর্তন পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনিতে ঘটে, তখন তাকে পরাগত সমীভবন বলে। অর্থাৎ, পরের ধ্বনির প্রভাবে আগের ধ্বনি পরিবর্তিত হয়।

- **উদাহরণ:** কন্ + ল = কমল (এখানে ম্ অপরিবর্তিত রয়েছে, এটি পরাগত সমীভবনের উদাহরণ নয়।)
  - **প্রকৃত পরাগত সমীভবনের উদাহরণ:** তদ্ + জন্য = তজ্জন্য (দ্ > জ্, পরবর্তী 'জ্'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী 'দ্' 'জ্'-এ পরিবর্তিত হয়েছে)।

**অপিনিহিতি > অভিশ্রুতি:** অপিনিহিতি হলো শব্দের মধ্যে সন্নিহিত দুটি স্বরের মাঝে একটি অতিরিক্ত স্বরের আগমন। এই আগত স্বরটি যদি পরবর্তী স্বরের প্রভাবে তার স্থান পরিবর্তন করে বা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন ঘটায়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে অভিশ্রুতি বলে। অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপ।

- **অপিনিহিতি:** করিয়া > কইর্যা
- **অভিশ্রুতি:** কইর্যা > করে (এখানে 'ই'-কার লোপ পেয়েছে এবং 'আ'-কার 'এ'-কারে পরিবর্তিত হয়েছে)

**স্বরভক্তি:** যখন দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি স্বরধ্বনি আসে, তখন তাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। এই স্বরধ্বনি সাধারণত 'ই' বা 'উ' হয়ে থাকে।

- **উদাহরণ:** ধর্ম > ধরম (এখানে 'অ' ধ্বনি এসেছে)
- **উদাহরণ:** প্রীতি > পিরীতি (এখানে 'ই' ধ্বনি এসেছে)

**স্বরলোপ:** শব্দের মধ্যে অবস্থিত কোনো স্বরধ্বনি যদি কোনো কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন তাকে স্বরলোপ বলে। স্বরলোপ শব্দের আদি, মধ্য বা অন্তে ঘটতে পারে।

- **আদি স্বরলোপ:** অলাবু > লাউ
- **মধ্য স্বরলোপ:** জানালা > জানলা
- **অন্ত্য স্বরলোপ:** আজি > আজ

**৩. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ:**

- বাঙালী - বাঙালি
- খুশী - খুশি
- ক্ষেত - ক্ষেত (বানানটি শুদ্ধই আছে)
- ধরণ - ধরণ (বানানটি শুদ্ধই আছে)
- অঘ্রাণ - অগ্রহায়ণ
- গাঙ - গাং
- আজো - আজও
- কিংবদন্তী - কিংবদন্তি

**৪. রূপমূল কী? মুক্ত ও বদ্ধরূপমূলের সংজ্ঞা দাও।**

**রূপমূল:** ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক একককে রূপমূল (Morpheme) বলে। একটি শব্দ এক বা একাধিক রূপমূলের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। রূপমূলকে আর ভাঙলে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

**মুক্ত রূপমূল:** যে রূপমূল স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ হিসেবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে, তাকে মুক্ত রূপমূল (Free Morpheme) বলে।

- **উদাহরণ:** ঘর, বই, মানুষ, যা, এবং। এই রূপমূলগুলো অন্য কোনো রূপমূলের সাহায্য ছাড়াই এককভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে।

**বদ্ধ রূপমূল:** যে রূপমূল স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না এবং অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কোনো রূপমূলের সাথে যুক্ত হতে হয়, তাকে বদ্ধ রূপমূল (Bound Morpheme) বলে। প্রত্যয় এবং উপসর্গ বদ্ধ রূপমূলের উদাহরণ।

- **উদাহরণ:**

- **প্রত্যয়:** -গুলি (বই + গুলি = বইগুলি), -টা (ছেলে + টা = ছেলেটা), -ই (ঢাকা + ই = ঢাকাই)। এখানে '-গুলি', '-টা', '-ই' একা কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।
- **উপসর্গ:** প্র- (হার + প্র = প্রহার), অ- (জ্ঞান + অ = অজ্ঞান), উপ- (কার + উপ = উপকার)। এখানে 'প্র-', 'অ-', 'উপ-' একা কোনো অর্থ বহন করে না।

#### ৫. যে-কোনো পাঁচটি বাক্যশুদ্ধি কর:

ক. দশচক্রে ঈশ্বর ভূত। **দশচক্রে ভগবান ভূত।** (ঈশ্বর-এর স্থলে ভগবান অধিক প্রচলিত)

খ. সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন। **সকল সভ্যগণ আসিয়াছেন।** অথবা **সমুদয় সভ্য এসেছেন।** ('সমুদয়' এবং 'গণ' একই অর্থবোধক হওয়ায় একটি বাদ যাবে)

গ. মাতাবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন। **মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।** (মাতা-র শুদ্ধ রূপ মাতৃ)

ঘ. তোমার লেখার উৎকর্ষতা চাই। **তোমার লেখার উৎকর্ষ চাই।** ('উৎকর্ষ' নিজেই উৎকর্ষতা বোঝায়, তাই 'তা' অপয়োজনীয়)

ঙ. বিবিধপ্রকার দ্রব্য কিনলাম। **বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম।** অথবা **নানা প্রকার দ্রব্য কিনলাম।** ('বিবিধ' এবং 'প্রকার' একই অর্থবোধক)

চ. এখন তো তার দুরাবস্থা। **এখন তো তার দুরবস্থা।** (দুরাবস্থা-র শুদ্ধ রূপ দুরবস্থা)

ছ. নীলআকাশে সূর্য হাসে। **নীল আকাশে সূর্য হাসে।** (নীলআকাশ একটি সমাসবদ্ধ পদ)

জ. বীণা এ মামলায় সাক্ষী দেবে না। **বীণা এই মামলায় সাক্ষী দেবে না।** (এ-র স্থলে এই অধিকতর শুদ্ধ)

#### ৬. সংবৃত উচ্চারণের পাঁচটি সূত্র লেখ:

১. শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তার পরে যদি 'ই' বা 'ঈ' কারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ অথবা 'উ' বা 'ঊ' কারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তবে সেই 'অ' সংবৃত 'ও'-এর মতো উচ্চারিত হয়। \* **উদাহরণ:** অতি (ওতি), মধু (মোধু)।

২. শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তার পরে যদি ক্ষ, জ্ঞ, ত্র, ষ থাকে, তবে সেই 'অ' সংবৃত 'ও'-এর মতো উচ্চারিত হয়। \* **উদাহরণ:** অক্ষ (ওক্খো), জ্ঞান (গ্নোয়ান)।

৩. শব্দের মধ্যে বা অন্তে যদি যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের আগে 'অ' থাকে এবং সেই যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণটি যদি 'ষ', 'ব', 'র', 'ল' হয়, তবে সেই 'অ' সংবৃত 'ও'-এর মতো উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। \* **উদাহরণ:** সন্ধ্যা (শোনধ্যা), গল্প (গোলপো)।

4. কিছু ক্ষেত্রে শব্দের অন্তস্থিত 'অ' সংবৃত 'ও'-এর মতো উচ্চারিত হয়, বিশেষত যদি তার আগে 'আ' কার থাকে।

○ উদাহরণ: বাবা (বাবো), দাদা (দাদো)।

5. ক্রিয়াপদের কিছু রূপে এবং সম্বন্ধ পদের একবচনে 'র' বিভক্তি যুক্ত হলে পূর্ববর্তী 'অ' সংবৃত 'ও'-এর মতো উচ্চারিত হয়।

○ উদাহরণ: করার (কোরার), আমার (ওমার)।

অথবা, সঠিক উচ্চারণ নির্দেশ করো (যেকোনো পাঁচটি):

- আত্মা - আত্তা
- যক্ষ্মা - জোক্খা
- অভিমান - ওভিমান
- শরীরী - শরি-রি
- লক্ষণ - লোক্খোন
- অনুকূল - ওনুকুল
- অন্য - ওনো
- ঔজ্জ্বল্য - ওউজজোল্লো\*\*

Solved by Amdad

